তারিখ 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

ঢাবিতে রাষ্ট্রপতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করুন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হলেও সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্রস্থল হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে জ্ঞানের পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার এ মাত্রাকে আরো বেগবান করেছে।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'তাই উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আধুনিক ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞান বিস্তারে উদ্যোগী হতে হবে। বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে কারিকুলামেও সময়োপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ এই সমাবর্তনে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানোকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দেওয়া হয়। মূলত তাঁকে এই ডিগ্রি প্রদান উপলক্ষেই বিশেষ এই সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রপতি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে আইএইএর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে আইএইএর সহায়তা অরিহার্য।

আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে শিল্পায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়ে চলেছে। এতে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অত্যধিক চাহিদার কারণে তেল ও গ্যাসের উৎস কমে আসছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৩৭৯ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালে তা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশেও পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আবদুল হামিদ আইএইএর মহাপরিচালককে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানকালে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রবিস্তার রোধের কূটনীতির পাশাপাশি পারমাণবিক জ্বালানি ইস্যুতে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমার বিশ্বাস এটি আইএইএ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হবে। বাংলাদেশের মানুষ এ দেশের পারমাণবিক কর্মসূচিতে আইএইএর ভূমিকায় খুবই কৃতজ্ঞ।' ভাষণের শুরুতে রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানী এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সাহসী ভূমিকা পালনকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সমাবর্তনে আইএইএ মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানো 'শান্তি ও উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তি' শীর্ষক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, পরমাণু বিদ্যুতের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এখন গোটা বিশ্বেই পরমাণু শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশও এই পথে সফলভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ঢাবি ভাইস চ্যান্সেলর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : বাসস ও বিডিনিউজ।